নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা

ও

সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২৩

৫ মার্চ ২০২৩, রবিবার, বিকাল ৩:৩০ মিনিট

মঞ্জুর এলাহী অডিটোরিয়াম

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-১২১২

ড. আকবর আলি খান
(১৯৪৪-২০২২)

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নেহরীন খান- এর বাবা **ড. আকবর আলি খান** ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

ট্রাস্ট দলিল

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ৩০ জানুয়ারী ২০১৭

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিলের উদ্দেশ্য ঃ

প্রতি বছর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে একজন সাহিত্যিককে তার অবদানের স্বীকৃতির জন্য নির্বাচন করে সম্মাননা প্রদান করা হবে এবং তাকে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। তার বক্তৃতা ছাপানো হবে এবং সভাস্থলে বিতরণ করা হবে। নির্বাচিত সাহিত্যিককে কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

ট্রাস্টি বোর্ড, নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল ঃ

০১.	**এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী (অবঃ)** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সভাপতি
০২.	**জনাব কবির উদ্দিন খান** দাতা কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
০৩.	**ড. ফারজানা আক্তার** সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ও ডীন, ফ্যাকাল্টি অব লিবারেল আর্টস এন্ড স্যোশাল সায়েন্সেস, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	সদস্য
০৪.	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান** সচিব, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য সচিব

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতার সম্মানিত বক্তা নির্বাচনী কমিটি ঃ

০১.	**অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পীস এন্ড লিবার্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সভাপতি
০২.	**জনাব কবির উদ্দিন খান** দাতা কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
০৩.	**ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৪.	**জনাব মোঃ সাজ্জাদ শরীফ** ম্যানেজিং এডিটর, দৈনিক প্রথম আলো।	সদস্য
০৫.	**অধ্যাপক ড. ফওজিয়া মান্নান** চেয়ারপার্সন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য
০৬.	**এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী (অবঃ)** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	সদস্য

এক নজরে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ঃ

ক্রমিক নং	সম্মানিত বক্তা	বিষয়	তারিখ
০১.	**ড. এ. এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী** এমিরেটাস অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	মান্য এবং না-মানার প্রশ্ন	১২ জুলাই ২০১৭
০২.	**ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সাহিত্য ও সমাজে নিম্নবর্গীয়তা ঃ বৃত্তের ভেতরে জীবন	৪ ডিসেম্বর ২০১৮
০৩.	**ড. ফকরুল আলম** ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	THE IDEA OF A UNIVERSITY IN OUR TIME	২৫ জুলাই ২০১৯
০৪.	**সেলিনা হোসেন** একুশে ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক ও সভাপতি, বাংলা একাডেমি।	সাহিত্যের ভুবনে লেখকের পথচলা	২৬ জুলাই ২০২২
০৫.	**অধ্যাপক ড. দীপেশ চক্রবর্তী** লরেন্স এ. কিম্পটন ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	THE PLANETARY AGE IN HUMAN HISTORY	৫ মার্চ ২০২৩

Nahreen Khan Memorial Bursary, East West University তহবিল ঃ

নেহরীন খান স্মৃতি তহবিল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে নেহরীন খান এর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের এক বা একাধিক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের জন্য ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে Nahreen Khan Memlrial Bursary, EWU নামক তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে অনুদান প্রদানকারীদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	অনুদান প্রদানকারীর নাম	পরিমাণ (টাকা)
০১	**অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ও নেহরীন খান- এর শিক্ষক।	১,০০,০০০/-
০২	**ড. আকবর আলি খান** সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও নেহরীন খান- এর বাবা।	১,০০,০০০/-
০৩	**সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী** সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি , ঢাকা ও চেয়ারম্যান, এ্যাপেক্স গ্রুপ।	১,০০,০০০/-
০৪	**অধ্যাপক ড. দীপেশ চক্রবর্তী** লরেন্স এ. কিম্পটন ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস প্রফেসর ইতিহাস বিভাগ, দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।	১,০০,০০০/-

নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান ২০২৩

SUBJECT : THE PLANETARY AGE IN HUMAN HISTORY

অনুষ্ঠানসূচী

বিকাল ৩:৩০ মিনিট	ঃ	অতিথিদের আসন গ্রহণ
বিকাল ৩:৩৫ মিনিট	ঃ	স্বাগত বক্তব্য ও সম্মানিত বক্তার পরিচিতি **অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম** সভাপতি, বক্তা নির্বাচনী কমিটি নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পীস এন্ড লিবার্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সাবেক উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
বিকাল ৩:৪৫ মিনিট	ঃ	সম্মানিত অতিথির বক্তব্য **অধ্যাপক ড. এম. এম. শহিদুল হাসান** উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
বিকাল ৩:৫০ মিনিট	ঃ	সম্মানিত বক্তা কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন **অধ্যাপক ড. দীপেশ চক্রবর্তী** লরেন্স এ. কিম্পটন ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
বিকাল ৪:৩৫ মিনিট	ঃ	সমাপনী বক্তব্য **অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** মুখ্য উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
বিকাল ৪:৫০ মিনিট	ঃ	সম্মাননা প্রদান
বিকাল ৪:৫৫ মিনিট	ঃ	ধন্যবাদ জ্ঞাপন **এয়ার কমোডর ইসফাক ইলাহী চৌধুরী (অবঃ)** কোষাধ্যক্ষ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, নেহরীন খান মেমোরিয়াল ফান্ড
বিকাল ৫:০০ মিনিট	ঃ	আপ্যায়ন

নেহরীন খান পরিচিতি

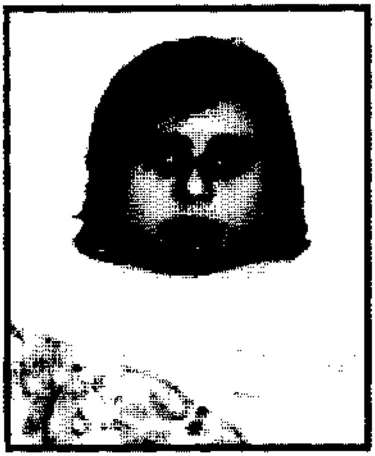

নেহরীন খান
(১৯৭৭-২০১৬)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. আকবর আলি খান ও হামীম খানের একমাত্র সন্তান নেহরীন খান ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে কানাডার কিংস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে তার পিতা কিংস্টনের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করেছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

নেহরীন খান ১৯৭৯ সালে মা-বাবার সাথে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮০ সালে তিনি কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্কুল তার মোটেও ভালো লাগত না। ক্লাসরুমে যাওয়ার পরেই তিনি তার মায়ের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। ১৯৮১ সালে তাকে ধানমন্ডির সানবীমস স্কুলে ভর্তি করা হয়। তার মা সেসময় সানবীমস স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। মা স্কুলে থাকার ফলে সানবীমসে সে আর কান্নাকাটি করত না। ১৯৮৭ সালে তার বাবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দুতাবাসে ইকোনমিক মিনিস্টার পদে বদলি হন। নেহরীন মন্টগোমারি কাউন্টিতে বেভারলি ফার্মস স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর পোটোম্যাকের হার্বার্ট হুভার নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরও দুই বছর লেখাপড়া করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসব পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। কিন্তু তার মায়ের ধারণা ছিল যে তার মেয়ে তার মতোই মেধাবী। সুতরাং সে একজন বিজ্ঞানী হবে এবং খুব সহজেই বিজ্ঞান বিষয়ে সে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পাস করবে। কিন্তু তার মা একটি বড় ভুল করেছিলেন। নেহরীনের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। সে গল্প শুনতে পছন্দ করত। ইতিহাস পড়ায় তার আগ্রহ ছিল। সাহিত্যের বদলে বিজ্ঞান চাপিয়ে দেওয়াটাকে সে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তবু সে তার মায়ের দাবী পূরণ করার চেষ্টা করত। তার পিতা তাকে জোর করে বিজ্ঞান পড়ানোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি তাকে ইংরেজী মিডিয়ামে পড়াতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সে বাংলা মিডিয়ামে ভিকারুননিসা নূন স্কুলে দেশের অন্য ছেলেমেয়েদের মতো লেখাপড়া করুক। কিন্তু তার মা এতে মোটেও রাজী ছিলেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলা মিডিয়ামের মান নিচু। হয়তো তার মায়ের বক্তব্য সঠিক কিন্তু এতে নেহরীনের একটি বড় লোকসান হয়ে যায়। বাংলা মিডিয়ামে পড়লে তার অনেক বন্ধু হতো কিন্তু ইংরেজী মিডিয়ামে পড়তে গিয়ে সে তার প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যখন প্রমাণিত হলো যে নেহরীনের পক্ষে বিজ্ঞান পড়া সম্ভব নয়, তখন তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগে ভর্তি করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের শেষ পর্যায়ে নেহরীন খানের বাবা বিশ্বব্যাংকে বিকল্প নির্বাহী পরিচালক পদে মনোনীত হন। সে বাবার সঙ্গে আবার মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ওয়াশিংটনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে (The American University at Washington D.C) ভর্তি হয় এবং ২০05 সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে বিএ ডিগ্রী অর্জন করে। এরপর সে দেশে ফিরে আসে এবং পুনরায় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করে।

কর্মজীবন ঃ

নেহরীন খান ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এক সেমিস্টার পড়ানোর পর তিনি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা) তে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং কিছুদিন পর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৬ সনে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়ান সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ও শেক্সপিরিয়ান সাহিত্য পড়াতেন।

জীবনের ছোট গন্ডি ঃ

ড. আকবর আলি খান ও হামীম খানের একমাত্র সন্তান তার আত্মজীবনের খসড়াতে লিখেছেন, 'My parents also doted on me but now as I remember my childhood I think I was being protected as well as spoilt. I had no friends at that age. My friends were my grandparents, my father and my mother.' বয়স বাড়লে সে তার নিজের পরিবারেই নিজের বয়সী বন্ধুদের খুঁজে পায়। তার বন্ধু ছিল তার মা হামীম খানের খালাতো বোন লিনেটের মেয়ে ফারাহ। হামীম খানের মামা মাহমুদ হাসান (যিনি অগ্রণী ব্যাংকের এজিএম ছিলেন)। তার দুই মেয়ে টুইংকেল ও টিনা এবং হামীম খানের মেজ মামা শামসুল আলম (যিনি ছিলেন চট্টগ্রামের চা ব্যবসায়ী) এর মেয়ে নীলা ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ছাড়া প্রতি বছর তার বাবার ছোট ভাই জসীম এক মাসের জন্য ছুটিতে তার দুই মেয়ে জারা ও জেবাকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসত। তাছাড়া ঢাকায় ছিল তার বাবার ছোট ভাই কবীরের বড় মেয়ে তিথি। তারা একসঙ্গে খেলত। তবে পরিবারের বাইরে নেহরীনের কোন বন্ধু বান্ধব ছিল না।

সারা জীবনই নেহরীন তার মা ও বাবাকে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তার বাবা প্রতিদিন তাকে সকালে স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং রাতে ক্লাস থাকলে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। একবার ওয়াশিংটনে গুপ্ত ঘাতকের প্রকোপ দেখা দেয়। ওই সময়ে নেহরীনের পিতা সব সময় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং নিয়ে আসতেন। একবার তারা যখন বাসায় ফিরছিলেন, তখন পুলিশ তাদের সামনে দিয়ে ঘাতকের গাড়ী তাড়িয়ে নিয়ে যায়। নেহরীন তার বাবার সাহচার্য খুবই পছন্দ করত। যেদিন তিনি মারা যান, সেদিন সকালে তিনি তার পিতার কপালে হাত দিয়ে আশির্বাদ করছিলেন। তার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি হয়েছে মা? তিনি জবাবে বলেছিলেন যে তার পিতা সজাগ আছে কিনা সেটা দেখছেন। তার মৃত্যুর পর তার পিতার মনে হয় সে তার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

বিশ্বাস ঃ

নেহরীনের বিশ্বাস ছিল, তার মা তাকে যে কোন বিপদ বা অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন। ছোটবেলায় তাকে একটি গল্প শোনানো হতো, গল্পটি ছিল এ রকম- একটি হাতির বাচ্চাকে দুষ্টু লোকেরা চুরি করে। নেহরীন এ গল্প বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্ন করে, 'হাতির মা কী করল?' তার বিশ্বাস ছিল যে হাতির বাচ্চার মা-বাবা নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবে। এ ধারণাটি অবশ্যই ভুল ছিল। নেহরীন তার জীবন দিয়ে শিখে গেল বাবা-মা সব সময় তার সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না।

অসমাপ্ত গবেষণাঃ

নেহরীন খান তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনটি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রথম বিষয়টি হলো ইংরেজীতে যাকে বলে Home বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে ঘর। নেহরীন সারা জীবনই ঘর খুঁজে বেড়িয়েছে। জন্ম তার কানাডায়। প্রায়

দেড় বছর বয়সে কানাডা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসে। আবার দশ বছর বয়সে চার বছরের জন্য পিতার তৎকালীন কর্মস্থল আমেরিকায় চলে যায়। চার বছর আমেরিকায় থাকার পর দেশে ফিরে এসে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী শেষ করার আগে আবার ২০০২ সালে তিন বছরের জন্য পিতার কর্মস্থল আমেরিকাতে যায় এবং বছর তিনেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। বাংলাদেশ, কানাডা এবং আমেরিকায় বারবার যাওয়া আসার ফলে তার অভিবাসী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে। ভারতী মুখার্জী, জুম্পা লহিড়ী, মণিকা আলী প্রমুখ ছিল তার প্রিয় লেখক। অভিবাসীদের সত্তাসংকট বা ওফবহঃরঃু পৎরংরং ছিল তার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির গবেষণার বিষয়। নেহরীন খান লক্ষ্য করেন যে অভিবাসীদের মধ্যে ঘরে ফেরার একটি প্রচন্ড ঝোঁক রয়েছে কিন্তু অর্থাভাবে তারা কম বয়সে দেশে ফিরতে পারে না। যখন তাদের অর্থাভাব দুর হয়, তখন তারা দেশে ফিরতে চায়; কিন্তু দেশে ফিরে দেখতে পায়, যে দেশ ছেড়ে তারা গিয়েছিল সে দেশ আর নেই। কালের বিবর্তনে সে দেশ হারিয়ে গেছে এবং এখন যে দেশ, সে দেশকে তারা চিনে না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

"The immigrants imagine that their old homes is like Keats's Grecian Urn where nothing changes. The returning immigrants discover to their utter surprise that their dear and near ones have either passed away or changed. The new inhabitants in their homeland are unknown. The homeland that is vivid in their mind does not exist any longer."

তার গবেষণার দ্বিতীয় বিষয় ছিল মোনালিসা। ১৯৯৮ সালে নেহরীন তার পিতার সঙ্গে প্যারিস ল্যুভ জাদুঘরে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা ছবি দেখতে যায়। ছবিটি দেখার পর তিনি লিখেনঃ

"One thing that struck me as I looked on was how alive and real she looked. This picture portrays an actual woman of flesh and blood. She had lustrous almond shaped eyes with a watery sheen on them. She had quite visible eyebrows and eyelashes. It was so clear a picture that even the hair ends from her forehead could be seen. She looks so much alive that she seems to look back at the onlooker. Even the shadow of her nose was visible and the fleshy inside of her nostrils were visible. Her lips curved into a pleasing smile though her face wore a melancholy look. Leonardo da Vinci copied every little cletail and every little line bring the portrait to life."

মোনালিসাকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি তার ঘরের মধ্যেই এক দোসর খুঁজে পান। এ দোসরের নাম লিপি। লিপি তার ফুফাতো বোন। সে কানে শুনত না এবং কথা বলতে পারত না। অথচ সে সুন্দরী ও চটপটে ছিল এবং জীবনকে ভালবাসত। তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামী, ছেলে মেয়ে কারোর সঙ্গেই তার পুরোপুরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মোনালিসার সঙ্গে তুলনা করে সে লিখেছে ঃ

"Mona Lisa has a smile like her but Mona Lisa does not say anything and she is just a painting. But my cousin is a real human being. Mona Lisa will always remain smiling and she can never change her expression but my cousin can because she is capable of all emotions and can express them all. I dreamt of speaking to Mona Lisa because it is easy to do so but it is not all easy to dream of speaking to Lipi. I wanted to hear Mona Lisa's voice and I did in my dreams but I cannot hear my cousin speak. I would do anything to make her a full sentence."

তার অসমাপ্ত নোটগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে মোনালিসা, লিপি ও হেলেন কেলারকে নিয়ে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করছিল। তিন নায়িকা সম্বন্ধেই আলাদা আলাদাভাবে অনেক কিছুই লিখেছে। এগুলো একত্র করলে হয়তো একটি সুন্দর গল্প রচিত হতে পারত।

নেহরীনের তৃতীয় গবেষণার বিষয় ছিল ভারতে মহিলাদের অবস্থান। তিনি শুধু ভারতীয় মহিলাদের আর্থিক দুরবস্থা নিয়েই চিন্তিত ছিলেন না. তাদের সামাজিক দুরবস্থা নিয়েও তিনি অনেক বেশী চিন্তিত ছিলেন। এ জন্য প্রয়োজন মহিলাদের চেতনার সম্প্রসারণ। এ সম্পর্কে লেখার জন্য তিনি আরও পড়াশোনা করছিলেন। নেহরীন খান কোন গবেষণাই শেষ করে যেতে পারেননি। তবে তার লেখার জন্য যেসব নোট করেছিলেন, তা পড়লে বোঝা যায় তার অনেক সুন্দর লেখার সম্ভাবনা ছিল। এ লেখাগুলো পড়লে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়েঃ

'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।'

Short Biography of Hon'ble Speaker

Professor Dr. Dipesh Chakrabarty

Dipesh Chakrabarty is the Kimpton Distinguished Service Professor of History, South Asian Languages and Civilizations, and the College at the University of Chicago as well as the Faculty Director of the University of Chicago Center in Delhi. He is the author of several books, including Rethinking Working-Class History: Bengal, 1890-1940 (Princeton, 1989), Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, 2000), The Calling of History: Sir Jadunath Sarkar and His Empire of Truth (Chicago, 2015), and The Climate of History in a Planetary Age (Chicago, 2021). He is a founding member of the editorial collective of Subaltern Studies, a consulting editor of Critical Inquiry, and a founding editor of Postcolonial Studies. He was awarded the Toynbee Foundation Prize in 2014 for his contributions to global history and the Tagore Memorial Prize of the Government of West Bengal in 2019.

THE PLANETARY AGE IN HUMAN HISTORY

Professor Dr. Dipesh Chakrabarty

Let me begin by explaining what I mean by "The planetary age in human history". I do not mean that the global age is over, but I do wish to suggest that the accentuation or intensification of economic and consumerist globalization of the last, let's say, 70 years since the war, has now indeed forced us even as historians to reckon with something that I think is distinct from the globe, an entity I call the planet. I will shortly explain how I distinguish the "planet" from the "globe." By globe, I refer to how, over the over the last 500 years, from the expansion of Europe and European empires, colonization and take- over of of other people's lands, enslavement of people for trans-Atlantic slavery, the development of technology, deep sea navigation, then of course air navigation and eventually of space, humans have connected the sphere we live on – literally the globe - into a habitat for humans. So, the globe is really a result, at least for the major part of its history, of what Heidegger once called "Europeanization of the earth". When did the process of Europeanization end? There are different opinions on that. in his "Nomos of the earth", Carl Schmitt argued that it was in 1823 with the announcement of the Monroe Doctrine and the appearance of America as a regional power, that the process of Europeanization ends, but I would argue, that the Europeanization process actually went on until the decolonization of the 1950s and 60s and probably in some regions, such as South Africa, ends with the fall of the Apartheid regime in 1994. But we don't need to debate that here. Suffice it to say that the globe is something I think of as an entity that was created by humans and therefore humans are central to the story of the making of the globe – in the making of global history, in other words, humans are the main protagonists.

By planetary history, I'll mean the much longer history of the ways in which geological and biological processes have combined on this planet to help it sustain complex and multicellular forms of live for hundreds of millions of year. My point is that intensification of extractive capitalist globalization has made this planet move from being an object of specialist scientific knowledge to being an item of everyday news. That is a point I'm going to come to later in this talk, but I begin with a discussion of two assumptions that have underlined the academic discipline of history from the 19th century with the recognition and rise of the social sciences including the humanistic discipline of history. One of these assumptions entailed a separation of non-human history from human history.

The eighteenth-century Christian histories we see in Europe did not make this distinction. For God created both humans and non-humans, as in Buffon's "Seven Epochs of Man," and He did not separate the two but over the 19th century social

sciences become distinct from the physical sciences. Clearly, one source of the separation was the influential post-Enlightenment philosophical idea that while nature was subject to the necessity of its own laws, human history was about the relationship between necessity and freedom. This became almost an axiom in humanist history writing and I can trace a line backwards in European scholarship. Beginning with the English scholarship, let's say E. H. Carr's Trevelyan lectures of 1961 "What is history?," and going back to the Oxford philosopher Robin Collingwood, R. G. Collingwood, whose The Idea of History published posthumously in the mid- 1940s, one can see Benedetto Croce as the patron saint of what history became in the second half of the twentieth century. Croce's ideas about history, particularly his lectures on theories of history published towards the end or immediately after the end of the Great War, where he famously said "All history is contemporary history," supplied many of the basic assumptions of history with which we grew up in the period 1960-2000.

If you traced the connection further back you'll see that Croce himself was influenced by a German economist about whom more soon. In an essay about the history of nature and history, Croce argued that the history of nature was so only in name for natural history, he said, was mainly an exercise in classification. He acknowledged that even in human history there existed a natural history, there could be a natural history of humans, but one could not convert it back into "history" in a humanist sense, because what was natural in the history of humans was mainly a matter of describing, classifying, and arranging objects and information whereas human history clearly had to do with motivations. From another essay of Croce published later we come to know that the idea of this distinction between natural and human history was triggered for him by the remarks of a German economist, Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld, made in 1903 at the seventh congress of German historians, held in Heidelberg. Gottl-Ottlilienfeld's lecture was directed against the historian Karl Lamprecht. It was later published under the title "die Grenzen der Geschichte" in 1904. He energetically denied the community and even affinity of the historian with the geologist. He said, that the historian has his object events – "das Geschehen" – and the geologists have their stratifications – "die Sichtung" – and this difference called for the emancipation of historical thought from the naturalistic.

This emphasis on the distinction was thus reinforced at the beginning of the 20th century and remained very strong when the Oxford philosopher Robin Collingwood, a disciple and a translator of Croce, wrote his lectures and notes that were posthumously published in 1946 as The Idea of History. By the time Collingwood was arguing thus, there were around him a bunch of philosophers, including the biologist philosopher, J.B.S. Haldane, who were arguing for a unity of human history and natural history.

There was, of course, Alfred North Whitehead and there was the Australian philosopher, Samuel Alexander, a colleague of Collingwood. Collingwood's discussion of history is in part a radical argument against these philosophers and particularly against Samuel Alexander who in the 1930s published an essay called "The Historicity of Things." In that article, Alexander invited historians to join hands with philosophers like himself who took a historical view of nature. Collingwood quite clearly rejected the invitation. He was ready to grant that that astronomy gives us a celestial history, modern biology includes biological history, modern geology is a geological history but he claimed that none of these things were history in the human sense, because the chronology of developments in nature indicated the "timefull-ness" of nature but this was not history , just as history for humans was not the same thing as change. Collingwood, as I have said, granted that there was a natural side to human history. This meant that, for him, not all human actions were the subject matter for history. He argued further that in so far as a man's conduct is determined by what we call his animal nature impulses or appetites - it is non-historical, for the processes of those activities are natural processes. As a historian, we are not interested in the fact that humans eat, and sleep, and make love, and thus satisfy their natural appetites, but – and this was his point– the historian was interested in the social side of these activilities, human-created thought-frameworks within which these appetites find satisfaction in ways sanctioned by convention and morality.

This was the first assumption, I would argue, of humanist history, the separation of natural and human histories. The second assumption was a closely related one that has in fact increasingly become important in history-writing, and this is the assumption that human histories have to with ideas and practices of freedom and emancipation. In fact, from the 1960s on, these have been the driving ideas in writing history and in debates about history and memory, history and other forms of the past. In Australian Aboriginal history, for instance, - a subdiscipline that emerged in the 1980s - questions were raised about whether dancing or story-telling or other kinds of performances of the past were also legitimate ways of history-making. We have had similar debates almost in every country about whether the academic discipline of history was that only enterprise that had legitimate claims on human past-making or whether there other kinds of past-making that are more conducive to emergent and divergent form of democracies in the world. But behind the idea of democracy were, of course, the ideas of an expanding series of rights, the increased capacity for self-representation, and so on. All of these things were somewhat anticipated in what Collingwood would call the philosophy of history, which was somewhat different from what Voltaire meant by the expression "philosophy of history" even though he coined that expression by our reckoning.

The idea that human history was the story of human search for freedom may find its roots going back to Hegel's philosophy of history but it really comes into into its own in the second half of the 19th century, especially in the idea of progress. Marxism was one variant of it, and then it re-appears in different shapes and sizes in the 20th century under a variety of names such as Industrialization, Modernization, Development, and so on. They are all variants of the idea of emanicpation. Jürgen Osterhammel has pointed out that many of the roots of the increasingly popular idea of emancipation and its cognates "freedom" and "liberty" definitely go back to the 19th century, at least to the times when we hear of the emancipation of slaves. Osterhammel actually characterizes the 19th century as a century of emancipation. This was the time, he says, when the word "emancipation" derived from roman law and emphatically European, came to be applied to the world as a whole as the century wore on. When we come into the 20th century, we see that this was a word that was taken up by almost every people. So, the idea of emancipation comes closer to the way that Hannah Arendt actually interpreted it in one of her posthumously published lectures called "The Freedom to be Free" where she actually argued, referring to the late 18th and 19th century revolutions, that a fundamental relationship existed within the idea of freedom between two things: one was the wish to be free of fear (of the supernatural or of imperial overlords, say) and the other was the wish to be free from want, what we today might call "freedom from poverty." It was this dual engine of a composite desire for freedom from having to fear the white man and for freedom from hunger and poverty, that drove the anti-colonial and revolutionary movements in Asia and Africa in the mid-20th century. Imaginations of freedom in that sense begin a new non-western life in the 1950s and 60s. Somewhat similar ideas of freedom have had their lives in the West too: remember that by the time consumer gadgets like washing machines and refrigerators appeared on the scene, they were actually all advertised in the 50s and 60s as machines that would emancipate women from the drudgery of household work. This desire for modernization as the realization of freedom eventually blends later in the century 20th with the idea of globalization and remains tinged with an earnestness that is still visible. Ever since the time of Deng Xiaoping in China, when he announced the four modernization programs in the late 1970s, and in Manmohan Singh time as India's finance minister in 1991 when India liberalized its economy, this has been the rhetoric of appeal - we need fossils to move millions out of poverty. This is still the ground for how China or India would justify the use of coal or Australia would defend their export of coal to these countries. All this, I would argue, Is a continuation of that idea of freedom.

So, if you look at the decolonizing movements that wanted to modernize their nations, the project of Europeanization of the world or the earth but without direct European domination continued. One of the best expressions of that trend was the

famous Martinique politician and postcolonial thinker and poet Aimé Césaire. Césaire argued in his book Discourse on Colonialism that colonial rule was a matter of Europeans promising modernity, but not delivering all that promise. He said the proof was that in his time it were the indigenous peoples of Africa and Asia who were demanding schools, hospitals, and factories that colonialist Europe refused them. It's the colonized person who wants to move forward and the colonizer, who holds things back. I would say that this has been a basic assumption in writing history the late 20th century. True, from the 1970s, there have been some other important movements: the environmentalist movement, indigenous people's movements happened, civil liberties movement, the feminist movement, and so on. You get the picture: some environmentalists were making us aware of what technology and modernization were doing to the environment, but humans were also demanding more rights and more freedoms and more emancipation and we usually connected these two developments by arguing the environmental degradation followed from problems of inequalities and the lack of social justice. Questions of freedom reigned – and perhaps still do – reign supreme.

Something happens in the 21st century as the idea of climate change, initially called global warming, becomes part of "everday news" in the media that increasingly feature scientists explaining the phenomenon of anthropogenic global warming. Surprisingly, scientists of the "earth system" or what I call "the planet", aided by the gifted historian John McNeill, begin to talk about human history from the 1950s on, as they begin to call this period - after the title of Karl Polanyi's great book "The Great Transformation" the period of "the Great Acceleration".

Now I will show you some slides that represent this human history as told by scientists via some graphs:

The graphs are showing human history in graphics; Population, Real GDP, Foreign direct investment, Urban population, Primary energy use, Fertilizer consumption, Large Dams, Water use, Paper Production, from 1950—2000 the Great acceleration of all human doing.

The next slide is about the human consumptions and emissions; carbon dioxide, Nitrous oxide, Methane, Stratospheric ozone, Surface temperature, Ocean acidification, marine fish capture, Shrimp aquaculture, Nitrogen to coastal zone. It's the response of the planet on humans' action.

You will see the exponential increase of each of the items documented, hence the name, The Great Acceleration.

Some of the facts provided by other researchers are staggering. In 1985 there were

1 billion consumers of gadgets (1.6 billion humans in 1900); 21 years later were 2 billion consumers (2006); in 2015 we've 3 billion consumers; the next billion consumers are expected to join the club in the next 4- 6 years. So, the consumer classes are fast expanding. European and North American consumers were 75% in 1986 and are 30% now of the total number of consumers. New consumers are numrous, they need more protein, more vegetables, and their lifestyles are changing. This has an impact on the biosphere. The most populous "bird" on the planet is the broiler chicken. 21 billion broiler chickens to the bird that comes second in number, 1.5 billion. So, this gave us an idea, that non-human worlds and even something as big as the planet respond to what humans do. One of the biggest issues discussed in this context is the question of the loss of biodiversity and there's been a serious scientific discussion about whether or not we are in the beginnings of a Sixth Great Extinction of life on the planet as a consequence of the Great Acceleration. A most important thing about such an extinction, were it to happen, would be that it would be the first time in the history of the planet that a biological species will have caused a great extinction of life. All the previous extinctions were caused by volcanic eruptions, asteroid strike and such like phenomena.

Earth system scientists are thus also saying that humans' impact on the planet had become something like the impact of an asteroid strike. We are capable of changing the whole climate of the planet, thanks humans numbers, institutions, technologies. Humans are, in other words, a geophysical force on the planet. I end this section then by suggesting to you then, that we now have two reigning visions of the human. We have the human whose history is separate from natural history, the human who pursues freedom assuming that natural history was part of the givenness of the world. And we have this other understanding of the humans, a collectivity of humans, thanks to their technology numbers, the number of animals we keep to eat or farm, acting as a geophysical force. This is a mode of existence that's not available to us through our instruments of perception, but that we cognitively become aware of it through what the scientists are telling us. We become a planetary force changing the climate of the whole planet and causing biodiversity loss that could be catastrophic. Faced with this thought, I began to make a distinction in my own thinking between the globe and the planet to argue that while the globe is human-centric, human-made, and humans are its main protagonists, the planet is different, it is not made by humans and humans are not even central to its history, though humans are a now a part of the earth system, a part that is breaking down the "system."

I'll point out quickly here how the the story of the planet, i.e. "the earth system", decenters humans and then go on to my conclusion.

Think of something as elementary to human life as air, something we take for granted, the atmosphere, we breathe. Now this atmosphere has one characteristic

which allows us to exist, which is that the share of Oxygen (which is now 21 %) never goes up so high that forests all get burnt out and it never goes down so low that animals – including us – choke to death. Now, who maintains the share o[f] Oxygen in the atmosphere, something we so critically depend on? If you ask tha[t] question you will realize, on reading the literature, that humans play no role i[n] maintaining Oxygen at that level. It is really forms of life humans consider "low" like bacteria, viruses, planktons in the sea, trees and plants, they all play a role i[n] maintaining oxygen at that level. The interesting thing about that is, that Oxygen is a very reactive gas. If you want to maintain the share of Oxygen at a particular level, you have to keep supplying the atmosphere with fresh oxygen and this fresh Oxygen is supplied by the so-called lower forms of life. When you ask for how long these lower forms of life been doing that, for how long have they maintained this so-called modern atmosphere of the planet, the answer is – at least for 375 million years!

So, you can see that this atmosphere on which we critically depend was not made with us in view. We come so late in the story, that we are incidental to the atmosphere even though we depend on it for life. If global warming goes on to such an extent that the average oceanic temperature rises let's say by six degrees Celsius, then we will be killing off a lot of the planktons that produce this Oxygen. Thus we now have the capacity now to shut off the supply of Oxygen, on which we critically depend. This is yet another aspect of the period of the Great Acceleration. Hence I argue that the intensification of globalization, intensification and expansion of human economic and extractive activities all over the planet, has created a crisis for human beings, a planet-wide-crisis.

One of the best example of this crisis is the current pandemic. Anthony Fauci, the main scientist advising the President in the United States on the pandemic wrote an essay, an academic article, in a biological journal called "Cell" in September 2020 that makes for a fascinating reading in the context of this discussion. Fauci argued that because of the expansion of the human activities, economic activities which results in the cutting down of forests and the loss of habitat for wildlife, humans were entering what he called an era of pandemics. Wildlife is being forced to come closer to us and bacteria and viruses that may have lived in the guts of wild animals' for millions of years are switching hosts. 75% of the newly emerging infectious diseases have come from wild animals which is why they are called zoonotic diseases.

To conclude, I leave you with two perspectives: One is the perspective we work with while writing global histories, whether you do histories of modern empires or of global or world-capitalism. These are the histories in which the two philosophical assumptions of separation between human and non-human histories

and the idea of freedom and emancipation as a goal of human history exist. On the other hand, when you look at humans from what I call a planetary perspective, not a global perspective, when you decenter the human, you realize that the globe and the planet we are speaking of are two related but distinct – and may I emphasize, non-binary – entities. The intensification of globalization reveals to us these two perspectival points both in their relationship and difference. One distinction between the two categories the global and the planetary comes out when we think of sustainability. Sustainability is an extremely human-focused category. When when you read earth system scientists' thoughts on what makes the planet friendly to complex multicellular life for hundreds of millions of years, you will see that the category they think through is "habitability." The idea of habitability of the planet completely de-centers the human for even if there no humans to think about it, the question of habilibility would remain (for, say, some extra-terrestrial geologists). When we write or think about planetary history of humans, the history of complex multicellular life and what sustains that life becomes the most important thing and questions arises as to whether or not the institutional forms and technologies through which we have pursued emancipation and freedom have actually produced the risk of endangering the life-support system of the planet as a whole.

The systems through which the planet supports life includes human life. So, it seems to me that we're living on the cusp of the global and the planetary. We have to look at human beings from two perspectives at once. There is the perspective of globalization which is really the perspective of that differentiates humans into class, gender, caste, sexuality, race, colonization. Those are properly global histories and they are politicized and political histories as they ought to be and they're actually undergirded by certain forms of political philosophy. And then there's the planetary perspective, which so out-scales and so decenters the human that it by raising the question of human existence, it brings into vision a politics that could easily become for us humans, if we are watchful, the politics of survival.

Let me give you one example from the Australian firestorms of 2019-2020 of this politics of survival. It was during these fires that the government of South Australia decided to kill deliberately- or as the word goes, "cull" - ten thousand feral camels simply because the camels were competing with human beings in a particular part of Australia for water. The story illustrates the fact that when you are actually faced with a planetary event of destrution, like a gigantic forest fire, a huge earthquake, huge firestorms like those that we see increasingly in California or in Australia, the planet reduces you to being a creature like just any other creature on the world and then you

compete with other creatures for survival. The planet thus produces the politics of survival which is what why, ideally, you would not want to push extractive global capitalism to the degree where it revealed the planetary. The planet or the "earth system" was not made with us in mind, whereas we think of "the earth," "the world," "the globe" – as human-oriented. Heidegger introduced the category "earth" in a 1936 lecture in Frankfurt as a philosophical category. He said the earth always greets us with its produce even though human projects of worlding the earth are perennially marked by humans being in strife with the earth. However, Heidegger rejected the idea of "rocky planet" as being of no interest to philosophers while astronomers, he conceded, could be interested in it. One could take Hediegger's point that the globe, the earth and the world are human-centric conceptions, the planet is not, but it seems to me that humans have become planetary, and we now need to look at humans from both of these perspectives because they're both relevant.

Thank you for your patience and attention.

EAST WEST UNIVERSITY

Progoti Foundation for Education and Development
PERMANENT SANAD HOLDER
A/2, Jahurul Islam Avenue, Jahurul Islam City, Aftabnagar
Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: 09666775577, 9858161
E-mail: admission@ewubd.edu
URL: https://www.ewubd.edu